International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.10-17
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.10-17

কাব্যাদর্শের মঙ্গলশ্লোক বিচার

সুদীপ্ত মন্ডল

গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract:

Mangalacharana is a special part of ancient Indian culture before every action and ceremony in anticipation of a smooth conclusion. For the same purpose, ancient Indian poets and dramatists used to insert Mangalshlokas at the beginning of their works, so did Acharya Dandi, who offered his obeisance to Saraswati for the smooth completion of his work titled 'Kavyadarsha'. The theme of the research paper is to discuss the importance of Mangalacharan in the book after giving a brief introduction about the Mangalacharan verse of 'Kavyadarsha'.

Keywords: Mangalacharan, Kavyadarsha, Dandi, Sahityadarpan, Biswanath.

মঙ্গলাচরণ অবশ্য কর্তব্য, কারণ তা বেদের বিধান। মঙ্গল দ্বিবিধ ঐহিক এবং জন্মান্তরীয়। ঐহিক মঙ্গল আবার দ্বিবিধ গ্রন্থের অন্তর্ভূত মঙ্গল ও গ্রন্থের বহির্ভূত মঙ্গল। যেখানে মঙ্গলস্বরূপ 'অথ' প্রভৃতি শব্দ সহকারে গ্রন্থ আরম্ভ অর্থাৎ শুরু হয়, সেখানে মঙ্গলটি হয় গ্রন্থের অন্তর্ভূত মঙ্গল যেমন – 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'[১], 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'[২], 'অথ যোগানুশাসনম্'[৩], 'অথ শব্দানুশাসনম্'[৪] ইত্যাদি। আর যেখানে শ্লোকাদির দ্বারা মঙ্গল লিপিবদ্ধ করে (লিখে) গ্রন্থ শুরু হয়,সেখানে মঙ্গলটি হয় গ্রন্থ বহির্ভূত। কারণ এখানে গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনার পূর্বে কায়িক, বাচিক, মানসিক প্রভৃতি যে কোন প্রকার মঙ্গল করে পরে গ্রন্থ রচনা শুরু করেছেন। জন্মান্তরীয় মঙ্গল যে গ্রন্থবহির্ভূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আস্তিক সম্প্রদায়ে মঙ্গলাচরণ হল একটি অলঙ্ঘনীয় সমাদৃত সদাচার। শিষ্টগণ অভিমত কার্যারম্ভের পূর্বে সেই কার্যের নির্বিঘ্ন সমাপ্তি কামনা করে মঙ্গলাচরণ করে থাকেন। পিতা, মাতা, গুরু প্রভৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম, দেবতার স্মরণ, স্তুতি বা প্রণতি প্রভৃতিই হল মঙ্গল। মঙ্গলাচরণপূর্বক অনুষ্ঠিত কর্ম নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়-একথা প্রমানিত ও পরীক্ষিত। আস্তিক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করেন-যথাযথভাবে মঙ্গলাচরণ করলে প্রারব্ধ কার্য বিনা বাধায় সুসম্পন্ন হবেই।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একজন বহুশ্রুত নিষ্ণাত, বিচিত্র ও বিবিধ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ পণ্ডিত হলেন আচার্য দণ্ডী। দন্ডী একাধারে আলংকারিক ও গদ্যকাব্যকার। উভয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে তিনি যে একটি মর্যাদাপূর্ণ উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আচার্য দণ্ডীর বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসূত 'কাব্যাদর্শ' অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং সর্বজনসম্মত একটি গ্রন্থ।

'কাব্যাদর্শ' শীর্ষক অলংকার গ্রন্থের সূচনায় রচনার নির্বিঘ্ন ও নির্বাধ পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁর ইষ্টদেবতার প্রতি প্রণাম জানিয়ে বলেছেন –

"চতুর্মুখ - মুখাম্ভোজ - বনহংসবধূর্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্বশুক্লা সরস্বতী"[৫]।

অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখরূপ পদ্মের বনে বিরাজমানা হংসবধূ সদৃশী সর্বশ্বেতা সরস্বতী আমার (কবির) চিত্তে সর্বদা প্রীতির সহিত অবস্থান করুন।

বাগদেবী সরস্বতী সর্বশুক্লা। তিনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতাম্বর ধারিনী ও শ্বেতপুষ্পসুশোভিতা। উক্ত সরস্বতী বন্দনায় আচার্য দণ্ডী বলেছেন-কমলবন বিহারিনী শুভ্র হংসীর ন্যায় ,চতুর্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মার বদনসরোজনিবাসিনী সর্বশুক্লা সরস্বতী আমার (কবির) মানস সরোবরে সানন্দে বিহার করেন।

"সরস্বতী সরঃ সর্ববিষয়েষু প্রসরণং গতিঃ অস্যাঃ অস্তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সরস্বতী বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবতা"

অর্থাৎ সকল বিষয়ে গতি আছে যাঁর অর্থাৎ সর্ববিষয়ে অনায়াস ও সাবলীল সঞ্চরণ তিনিই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী।

লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদির সুধা টীকায় আমরা দেখতে পাই-

"সরস্বতীমিতি। সরো বিদ্যাস্থানমস্ত্যস্যঃ ইতি স্বরস্বতী; তাম বাগদেবতামিত্যর্থঃ। দেবীমিতি। দীব্যতি প্রলয়ে সর্বান্ স্বস্যাং নিবেশ্য ক্রীড়তীতি দেবী, তাম্। পচাদিষু দেবট্শব্দপাঠাৎ ততো ঙীপি রূপম্"[৬]।

উক্ত মঙ্গলশ্লোকে আচার্য দণ্ডী 'সর্বশুক্লা সরস্বতী' পদটির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ অর্থাৎ কবির বাণী বা কাব্য সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া উচিত – এইরূপ অর্থ বুঝিয়েছেন। কাব্যে অল্পপরিমানেও অর্থাৎ বাক্যার্থ, রস, পদ, পদাংশগতভাবেও কোন প্রকার দোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সরস্বতীর শেতস্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, -

"আবির্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী।।
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যা শরৎপঙ্কজলোচনা। ইতি।
আবার, কাব্যস্বরূপ সরস্বতীর বিষ্ণুমূর্তিত্ব বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে -
"কাব্যালাপশ্চ যে কোচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ। ইতি[৭]।

আচার্য দণ্ডীর মঙ্গলশ্লোকটিতে পুরাণের প্রভাব লক্ষণীয়। কারণ 'বৃহদ্ধর্মপুরানের' পূর্বখণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে সরস্বতীর উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে এবং ব্রহ্মা সরস্বতীকে স্বমুখে এবং কবিদের মুখে সদাসন্নিহিত থাকতে নির্দেশ দেন।

ব্রহ্মার রক্তিম বদন রক্তপদ্মতুল্য। সর্বশুক্লা সরস্বতী সদাই ব্রহ্মার মুখপদ্মের নিকটে বিরাজ করেন। তাই আচার্য্য দণ্ডী তাকে ব্রহ্মার মুখরূপ পদ্মবনের শ্বেত হংসবধূর সঙ্গে উপমিত করেছেন। 'মানসে' পদটিও শ্লেষ অলঙ্কারের দ্বারা দুইটি অর্থ প্রকাশ করে 'মানস সরোবরে' ও 'চিত্তে'। পদ্মবনের শ্বেত হংসী যেরূপ মানস

সরোবরে বিচরণ করে সেইরূপ ব্রহ্মার মুখ পদ্মবনের শ্বেত হংসী রূপা সরস্বতী আমার 'মানসে', চিত্তে বিরাজ করুন ইহাই শ্লেষ অলংকারের তাৎপর্য।

কাব্যলক্ষণাত্মক প্রবন্ধ রচনার প্রারম্ভে কাব্যের প্রাণস্বরূপা দেবী সরস্বতীর আবাহন যে এখানে অত্যন্ত সমীচীন, সঙ্গত ও সুশোভন হয়েছে তা অনস্বীকার্য। এখানে বাগদেবী সরস্বতীর উপর হংসবধূত্বের আরোপের প্রতি চতুর্মুখ ব্রহ্মার উপর আম্ভোজবনত্বের আরোপ হেতু হওয়ায় এখানে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ পরম্পরিত রূপকের সংজ্ঞা নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "যত্র কস্যচিদারোপঃ পরারোপণকারণম্। তৎ পরম্পরিতম্"[৮] অর্থাৎ যেখানে কোনো বস্তুর আরোপ অপর কোন বস্তুর আরোপের কারণ হয়, সেখানে হয় পরম্পরিত রূপক। তাছাড়া, "চতুর্মুখমুখাম্ভোজম্"এ অংশে হয়েছে ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার। ব্যাঞ্জনবর্ণ সমূহের অনেক প্রকারে একবার সাদৃশ্য কে ছেকানুপ্রাস বলেন। সাহিত্যদর্পণকারও অলংকারের সংজ্ঞায় বলেছেন,-- "ছেকো ব্যঞ্জনসংঘস্য সকৃৎ সাম্যমনেকধা"[৯]।

আলোচ্য সরস্বতীর স্তুতি 'মঙ্গলাচরণ শ্লোক' নামে পরিচিত। পাঠক এবং লেখক উভয়ের মঙ্গলের জন্য গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলসূচক শব্দ বা শ্লোকের প্রয়োগের রীতি সুপ্রাচীন কাল হতে আমাদের প্রচলিত আছে। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে একধিকবার মঙ্গলসূচক শব্দের গ্রন্থের আদিতে প্রয়োগের উপযোগিতা উল্লেখ করেছেন। যথা –

> **"**মঙ্গলার্থম্ - মাঙ্গলিক আচার্যো মহতঃ শাস্ত্রৌঘস্য মঙ্গলার্থং সিদ্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষাণি চ ভবন্ত্যাযুষ্মৎপুরুষাণি চ, অধ্যেতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথা স্যুরিতি"[১০]।

অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আচার্য্য বিশাল শাস্ত্রসমূহের মঙ্গলের জন্য আদিতে সিদ্ধশব্দের প্রয়োগ করেছেন। আদিতে মঙ্গল (বাচক) শব্দযুক্ত শাস্ত্রসমূহই প্রশংসিত হয়। গ্রন্থকর্তা শ্রোতৃবর্গ বীর (বিজয়ী) হন, দীর্ঘজীবী হন। অধ্যেতৃবর্গ সফলকাম হন।

শিষ্টজনরীতির অনুসরণে গ্রন্থকার আচার্য দণ্ডী স্বকৃতির নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁর ইষ্টদেবতার চরণে সবিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে প্রণাম জানিয়ে আলোচ্যমান শ্লোকে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রকাশ করেন যে পূর্বশাস্ত্রাণি অর্থাৎ ভরত ইত্যাদি প্রাচীন মনীষিদের নাট্য শাস্ত্রাদি থেকে বিচার বিবেচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সংক্ষেপে গ্রহণ করে এবং ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহাকবিদের রচনাসমূহে উক্ত সূত্রাদির উদাহরণসমূহ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যথোচিত বিচার বিবেচনা পূর্বক আমি অর্থাৎ দণ্ডী স্বমতি অনুসারে কাব্যলক্ষণ নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়েছি, অর্থাৎ 'শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী' র উক্তরূপ লক্ষণ নিরূপণ করেছি। এরকাব্যে দ্বারা আলোচ্যমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রদর্শিত হল। এর প্রয়োজন সম্পর্কেও যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকএই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অর্থাৎ - জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব,এবং অধিকারী অর্থাৎ ব্যুৎপন্ন সহৃদয়,-এইগুলি গ্রন্থারম্ভে বলার অপেক্ষা রাখে। তাই বলা হয়েছে –

> 'জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে।
> গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ।। ইতি।

বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য তাঁর 'ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' তে এবং অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থের 'দীপিকা' টীকার মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অমঙ্গল নিবারণের উদ্দেশ্যে, এবং গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য গ্রন্থের আদিতে মঙ্গলবাচক শব্দ ব্যবহৃত হলেও গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটে না, তা' নয়। আবার মঙ্গল শব্দের ব্যবহার না থাকলেও যে গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি হয় না, তাও নয়। অর্থাৎ উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হয়। নৈয়ায়িকেরা অবশ্য এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রথম ক্ষেত্রে পূর্বজন্মকৃত কোন পাপের ফলে বিঘ্ন ঘটেছে, অথবা এখানে বিঘ্ন মঙ্গলের চেয়েও বলবত্তর মনে করতে হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকদের যুক্তি হল যে, গ্রন্থকার হয় পূর্বজন্মে তাঁর অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছিলেন, অথবা এ জন্মে তিনি তা' মনে মনে সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং যে কোন ক্ষেত্রেই গ্রন্থের সূচনায় মঙ্গলাচরণ অপরিহার্য। আচার্য দণ্ডীও উক্ত সদাচারের অন্যথা করেননি।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি বাণভট্ট অনবদ্য একাধিক শ্লোক রচনার মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠান করে 'কাদম্বরী' কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করতে পারেন নি। অতএব মঙ্গলাচরণ আরদ্ধকার্যের সমাপ্তিসাধন—এই অন্বয়ব্যাপ্তি গ্রাহ্য নয়। পুনরায় 'কিরণাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠানের অভাব থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং মঙ্গলাচরণ না করলে কার্য সমাপ্ত হবে না— এই ব্যতিরেক নিয়মও অগ্রাহ্য। অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয় প্রকার ব্যাপ্তিই ব্যাভিচারদুষ্ট হওয়ায় মঙ্গলাচরণ-বিষয়ক বেদের বিধান অযৌক্তিক। প্রতিবাদীর এই আশঙ্কা অমূলক। প্রতিবন্ধকতা যেভাবে উপস্থিত হয়, প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও তদনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। যেখানে বাধা-বিপত্তি প্রচুর, সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ব্যর্থকাম হতে হয়। 'কাদম্বরী' রচনার ক্ষেত্রেও যে রকম বিঘ্ন বাহুল্য দৃষ্ট হয়েছিল, মঙ্গলাচরণ সেই তুলনায় যথেষ্ট হয় নি। তাই 'কাদম্বরী' কাব্যরচনা কবি শেষ করতে পারেন নি। এখানে ব্যভিচার কল্পনা যথার্থ নয়। অনুরূপভাবে 'কিরণাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট না হলেও মঙ্গলাচরণের অভাব প্রমাণিত হয় না। গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠান করেও গ্রন্থে সেই অনুষ্ঠানের প্রতিলিপি রচনা করেনি ধরে নেওয়া যায়। অতএব ব্যতিরেক ব্যভিচারের সম্ভাবনাও অসিদ্ধ হওয়ায় মঙ্গলাচরণের কার্যকারিতা উপেক্ষণীয় নয়।

মঙ্গলাচরণের কার্য বা ফল সম্পর্কে নৈয়ায়িকগণ দ্বিমত পোষণ করেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক মতে বিঘ্নধ্বংস মঙ্গলাচরণের ব্যাপার। অর্থাৎ বিঘ্নধ্বংসের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ কার্যসমাপ্তির কারণ হয়। অতএব কার্য সমাপ্তি মঙ্গলাচরণের ফল। কিন্তু নব্যমতে মঙ্গলাচরণের ফল বিঘ্নধ্বংস। কার্যসমাপ্তি কর্তার বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

মঙ্গলাচরণ বিশেষ বিশেষ বিঘ্নের ধ্বংসে কারণ হয়। গণেশের স্তবপাঠও কোন কোন বিঘ্নের ধ্বংস করে। বিঘ্নবিশেষে বিনাশক বিভিন্ন প্রকারের হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নের অভাবও থাকে বস্তুতঃ বিঘ্ন কার্যের প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকাভাব কার্যমাত্রের অন্যতম কারণ রূপে স্বীকৃত হওয়ায় কার্য সমাপ্তির জন্য প্রতিবন্ধক বা বিঘ্নের অভাব প্রত্যেক কর্তার অভিপ্রেত। এইজন্য কর্মকর্তা কার্যের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠান করেন। স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নাভাব থাকলেও মঙ্গলাচরণ বৃথা হয় না, বা অকর্তব্যরূপে গণ্য হয় না। নাস্তিকগণের মঙ্গলাচরণ ব্যতীতও গ্রন্থ সমাপ্তির দ্বারা জন্মান্তরে মঙ্গলাচরণজনিত বিঘ্নাভাব কল্পনা করা যায়। অথবা, তাঁদের বিঘ্নের অত্যন্তাভাব গ্রন্থসমাপ্তির কারণরূপে স্বীকৃত হতে পারে। প্রতিবন্ধক বা বিঘ্নের সংসর্গাভাব

গ্রন্থসমাপ্তির কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় কখনও বিঘ্নের ধ্বংসাভাব, কখনও বা অত্যন্তাভাব সমাপ্তির কারণরূপে গণ্য। অতএব মঙ্গলাচরণ ও বিঘ্নধ্বংসের কার্যকারণভাব কল্পনায় ব্যভিচারের অবকাশ নেই। শাস্ত্রে মঙ্গলাচরণবিষয়ক পূর্বপক্ষীদের আশংকা এবং সিদ্ধান্তপক্ষীদের পক্ষ থেকে তার সমাধানকে বুঝতে হলে ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণভাবের সম্পর্ককে জানতে হবে।

অন্বয় প্রণালী এবং ব্যতিরেক প্রণালী (method of agreement এবং method of difference) এই দুটি হল কার্যকারণভাবের নিয়ামক। তৎসত্ত্বে তৎসত্তাএকটি বস্তু থাকলে অপর একটি বস্তু থাকে -, একে বলা হয় অন্বয়। তদসত্ত্বে তদসত্তা একটি বস্তু না থাকলে অপর একটি বস্তু থাকে না, একে বলা হয় ব্যতিরেক। এমন দুটি বস্তুর মধ্যে অন্বয় এবং ব্যতিরেকের জ্ঞান থাকলে তাদের মধ্যে কার্যকারণভাবের জ্ঞান হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তপক্ষীগণ বলেন যে, অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারাই মঙ্গলাচরণকে 'কারণ' এবং নির্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তিকে 'কার্য' বা 'ফল' বলা যেতে পারে। যেমন গ্রন্থারম্ভে কারণরূপে মঙ্গলাচরণ থাকলেই কার্য বা ফলরূপে গ্রন্থটির নির্বিঘ্নপরিসমাপ্তি ঘটে, এবং মঙ্গলাচরণ না থাকলে ঐ নির্বিঘ্নপরিসমাপ্তি ঘটে না। এইভাবেই মঙ্গলাচরণ এবং নির্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তির মধ্যে অন্বয় এবং ব্যতিরেকের দ্বারা কার্যকারণভাব বুঝে নিতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্বপক্ষীদের আশংকা এই যে এইভাবে মঙ্গলাচরণ এবং নির্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তির মধ্যে কোনও কার্যকারণভাব সম্ভব নয়। মঙ্গলাচরণ থাকলেই নির্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তি ঘটবে, এবং মঙ্গলাচরণ না থাকলে নির্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তি ঘটবে নাএই প্রকার অন্বয়সহচার এবং ব্যতিরেকসহচার বাস্তবঘটনাভিত্তিক নয় -, কারণ অন্বয়সহচার এবং ব্যতিরেকসহচার এই উভয়প্রকার সহচারেই ব্যভিচার দেখানো যায়। যেমনগ্রন্থারম্ভে - এই যে অন্বয়সহচার -মঙ্গলাচরণ থাকলেই নির্বিঘ্ন গ্রন্থপরিসমাপ্তি ঘটবে, এই অন্বয়সহচারে অনায়াসেই ব্যভিচার দেখিয়ে বলা যায় যে কোথায়? মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীগ্রন্থের প্রারম্ভে কারণরূপে রচিত মঙ্গলাচরণ দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো গ্রন্থটির পরিসমাপ্তির পূর্বেই গ্রন্থকারের মৃত্যু ঘটায় ঐ গ্রন্থের কার্যরূপ নির্বিঘ্নপরিসমাপ্তি হলো না। অতএব এইভাবে অন্বয়সহচারে ব্যভিচার দেখিয়ে বলা যায় যে মঙ্গলাচরণ এবং নির্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তির মধ্যে কোনও কার্যকারণভাব নেই। অনুরূপভাবে পূর্বপক্ষীগণ ব্যতিরেকসহচারেও ব্যভিচার দেখিয়ে বলতে পারেন যে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিকদের গ্রন্থে, এমনকি আধুনিককালে দেশী বিদেশী ভাষায় বিরচিত বহুগ্রন্থেই তো গ্রন্থরচনার পূর্বে ইষ্টদেবতাদিবন্দনাত্মক কোনও মঙ্গলাচরণ মুদ্রিত অক্ষরে দৃষ্ট হয় না, অথচ নাস্তিক এবং আধুনিককালীন সেইসব গ্রন্থরচয়িতাদের গ্রন্থসমূহে তো নির্বিঘ্নপরিসমাপ্তি দেখা যায়। এইভাবে ব্যতিরেকসহচারে ব্যভিচার দেখিয়ে পূর্বপক্ষীদের পক্ষ থেকে বলা যায় যে ণভাব নেই।গ্রন্থারম্ভে রচিত মঙ্গলাচরণ এবং গ্রন্থের নির্বিঘ্নপরিসমাপ্তির মধ্যে কোনও কার্যকার - প্রাচীনমতে ব্যতিরেকব্যভিচার নিরসনের জন্য জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা করতে হয়। নাস্তিকপক্ষে জন্মান্তরীয় সমাপ্তিকে লক্ষ্য করে কোনও ব্যক্তি মঙ্গলাচরণ করেন না। নাস্তিকপক্ষে এধরণের জন্মান্তরীণ মঙ্গলাচরণের কল্পনা কষ্টকল্পনারই নামান্তর।

সর্বসিদ্ধান্তে বলা যায় যে শাস্ত্রটির নির্বিঘ্নসমাপ্তির জন্য শাস্ত্রারম্ভে অনুষ্ঠিত শিষ্টাচারসম্মত মঙ্গলাচরণ কখনই নিষ্ফল নয়, অর্থাৎ সর্বতোভাবেই সফল। পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় প্রাচীন এবং নবীন উভয়মতেই মঙ্গলাচরণ সার্থক। কিন্তু প্রাচীনমতাপেক্ষা নবীনমতের বৈশিষ্ট্য এই যে এই মতে মঙ্গলাচরণের ফল বিঘ্নধ্বংস, সমাপ্তি নয়। ফলে সমাপ্তির প্রতি মঙ্গলাচরণের কারণত্ব স্বীকার করলে যে ব্যভিচার আশংকিত হয়, নবীনমতে তার কোনও সুযোগ নেই।

কোন নিষ্পাপ ব্যক্তি যদি পাপভ্রমে প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে তার কৃত প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল হলেও 'পাপক্ষয়কামীর প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত' এই শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয় না। কারণ, কেবল প্রায়শ্চিত্তই পাপক্ষয়ের কারণ ইহা বেদে উক্ত হয়-নি; কিন্তু অন্যান্য কারণ থাকলেই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নাশ হবেইহাই বেদবাক্যটির - প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল হইলেও বেদের অপ্রামাণ্য হয় না। তাৎপর্য্য। এইখানে পাপরূপ কারণ না থাকায় কৃত

মঙ্গল যেরূপ বিঘ্ননাশক, সেইরূপ গণেশস্তবপাঠও বিঘ্ন নাশক হয়। এইভাবে মঙ্গল ব্যতিরেকে গণেশস্তবপাঠে বিঘ্ননাশ হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হয়। কিন্তু মঙ্গলনাশ্য বিঘ্ন, গণেশস্তবপাঠনাশ্য বিঘ্ন হইতে ভিন্ন হইলে ভিন্ন কার্য্যের প্রতি ভিন্ন কারণ হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হয় না।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, প্রতিবন্ধকাভাব কার্য্যমাত্রের কারণ। যাহার প্রতিবন্ধক বিঘ্ন উৎপন্নই হয় নি, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে বিঘ্নের অত্যন্তাভাবই সমাপ্তির সাধন, যেহেতু যে সম্বন্ধে যে কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি যাহা যে সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে, সেই সম্বন্ধে সেই প্রতিবন্ধকের অভাব সেই সম্বন্ধে সেই কার্য্যের প্রতি জনক হয়ে থাকে। এইখানে স্বপ্রতিযোগিচরমবর্ণানুকূলকৃতিমত্ত্বসম্বন্ধে সমাপ্তিরূপ কার্য্য পুরুষে থাকে এবং বিঘ্ন যদি সমবায়সম্বন্ধে পুরুষে থাকে তাহা হলে সেই সম্বন্ধে অর্থাৎ তাদৃশকৃতিমত্ত্ব সম্বন্ধে সমাপ্তি পুরুষে উৎপন্ন হয় না। অতএব সমবায়সম্বন্ধে বিঘ্ন তাদৃশকৃতিমত্ত্বসম্বন্ধে সমাপ্তিরূপ কার্য্যের প্রতি প্রতিবন্ধক হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধে বিঘ্নের অভাব পুরুষে প্রতিযোগিচরমবর্ণানুকূলকৃতিমত্ত্বসম্বন্ধে সমাপ্তির প্রতি কারণ হয়। এখন যে নাস্তিকাদিগ্রন্থসমূহে মঙ্গল নাই-, সেই স্থলে জন্মান্তরীয় মঙ্গলজন্য বিঘ্নধ্বংস অথবা বিঘ্নের - অত্যন্তাভাবরূপ কারণ থাকায় সমাপ্তি হয়। এইজন্য মঙ্গল ও বিঘ্নধ্বংসের অথববিঘ্নধ্বংস ও সমাপ্তির কার্য্যকারণভাবে ব্যভিচার হয় না।

মহামতি পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থের প্রথম সূত্র করলেন— 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'। আগে উদ্দেশ্যের উল্লেখ, পরে বিধেয়ের—এই নিয়ম অনুসারে আগে আদৈচ্ এবং পরে বৃদ্ধি বলা উচিত ছিল। তা না করে তিনি যে প্রথমেই 'বৃদ্ধি' শব্দের উচ্চারণ করলেন, তার কারণ হল 'বৃদ্ধি' শব্দটি মঙ্গলবাচক। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাখ্যা করলেন- "এতদেকমাচার্যস্য..... মঙ্গলার্থং মৃষ্যতাম্...বৃদ্ধিযুক্তা যথা স্যুরিতি।" কলাপ-ব্যাকরণেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে—"আদেশো ননু বক্তৃমাদ্য উচিতঃ শেষে কথং নির্মিত/ঐ দৌতাবিতি নির্মিতেহপ্যভিমতে ব্যাপ্ত্যৈব কিং ফলম/সত্যং মঙ্গলহেতবে নিজকৃতে নির্বিঘ্নসিদ্ধীপ্সুনা/গ্রন্থারব্ধিবধূপরিগ্রহবিধৌ বৃদ্ধিঃ কৃতাদাবিয়ম্।।"

মঙ্গলাচরণ তিন প্রকারের হয়। ইষ্টবন্দনা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শুভকামনা ও প্রতিপাদ্যবিষয়ের উল্লেখ এই তিনটি মঙ্গলাচরণরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ। তার মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি বিঘ্নধ্বংসের দ্বারা গ্রন্থ সমাপ্তিতে সাহায্য করে। তৃতীয়টির অর্থাৎ প্রতিপাদ্যবিষয়ের উল্লেখের দ্বারা তা হয় না। ইষ্টদেব বন্দনা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শুভকামনা পুণ্যজনক বা নির্বিঘ্নগ্রন্থসমাপ্তিহেতু হলেও গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত তার কোন সম্বন্ধই থাকেনা। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, এমন কোন কথা গ্রন্থে সংযোজিত হতে পারে না। ইষ্টদেব বন্দনা বা শুভকামনারূপ মঙ্গলাচরণ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয় না। সুতরাং তা গ্রন্থের আদিতে সংযোজিত হতে পারে না। শিষ্যশিক্ষার জন্য গ্রন্থের আরম্ভে মঙ্গলাচরণের সংযোজন। অতএব এমন ভাবে মঙ্গলাচরণ করতে হবে, যাতে গ্রন্থপ্রতিপাদ্যবিষয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বিষয়ের যোজনা না করতে হয়, অথচ মঙ্গলাচরণ ও শিষ্যশিক্ষাও হয়। মঙ্গলাচরণও হবে, গ্রন্থপ্রতিপাদ্যবিষয়ও বর্ণিত হবে।

মঙ্গলাচরণের যে নির্বিঘ্নগ্রন্থপরিসমাপ্তিরূপ ফল, তা সকল আচার্য্যই স্বীকার করেছেন। মঙ্গলাচরণের যে আরও ফল আছে, মহাভাষ্যকার তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে সকল শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গল আছে অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ কৃত ও নিবদ্ধ আছে, সেই সকল শাস্ত্র সুধীসমাজে সুপ্রচলিত হয়। কালের কবল প্রতিহত করে তা চিরস্থায়িত্ব লাভ করে। যে সকল শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরণ আছে, সেই সকল শাস্ত্র 'বীরপুরুষাণি ভবন্তি, আয়ুষ্মৎপুরুষাণি চ ভবন্তি'। কৈয়ট, নাগেশ প্রমুখ টীকাকারগণ বীরপুরুষাণি এই পদটির এইরূপে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আদিতে মঙ্গলাচরণবিশিষ্ট শাস্ত্রসমূহের শ্রোতৃবর্গ বীর অর্থাৎ অপরাজেয় হন। আয়ুষ্মৎপুরুষাণি এই পদের ব্যাখ্যাতে বলেছেন যে, শ্রোতৃবর্গ দীর্ঘজীবী হন। এই সকল প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যাতে অবহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনে হতাঁরা বার্ত্তিকগ্রন্থের উপাসকদের দুইভাগে ভাগ করেছেন। একভাগকে শ্রোতৃশব্দের দ্বারা, অপরভাগকে অধ্যেতৃশব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন। 'বীরপুরুষাণি' ও 'আয়ুষ্মৎপুরুষাণি' এই পদদ্বয়স্থিত পুরুষশব্দ বার্ত্তিকগ্রন্থে শ্রোতৃবৃন্দের বোধক, যেহেতু, পরবর্তী বাক্যেই বলা আছে- 'অধ্যেতারশ সিদ্ধার্থা যথা স্যুঃ'।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বেদান্তদর্শনের এই প্রথমসূত্রে প্রযুক্ত অথ শব্দ আনন্তর্য্যরূপ অর্থ বোঝালেও উচ্চারণের দ্বারা মঙ্গলার্থকও হয়। আচার্য্য শঙ্কর সূত্রভাষ্যে এইরূপ বলেছেন। পরবর্তী ব্যাখ্যাতৃবর্গ প্রমাণের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, অথ ও ওঁ এই দুটি শব্দ মাঙ্গলিক। বার্ত্তিকগ্রন্থের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য পতঞ্জলিরও পরবর্তী আচার্য্যদের কর্তব্য ছিল, সিদ্ধ-শব্দের মঙ্গলবাচিতায় প্রমাণের উল্লেখ করা। নিত্যশব্দের মঙ্গলবাচিত্বে প্রমাণের অভাব হবে না। একটু পরেই মহাভাষ্যকার স্বয়ং বলবেন যে, আকৃতিকে শব্দের অর্থ না বলে দ্রব্যকে যদি শব্দের অর্থ বলে স্বীকার করা হয়, তাহলেও অসঙ্গতি হবে না। ব্রহ্মই একমাত্র দ্রব্য এবং ব্রহ্ম যে নিত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং ব্রহ্মই নিত্যশব্দবাচ্য।

আলোচ্য গবেষণাপত্রের মাধ্যমে গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের গুরুত্বগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের থেকে এটা স্পষ্ট যে, গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের ভূমিকা অপরিসীম। মঙ্গলাচরণ পাঠকবর্গের কাছে চিরকালই আদরণীয় ছিল, আছে এবং ভবিষ্যততেও থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। ব্রহ্মসূত্র, সম্পা স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, পৃ.৫৪
২। অর্থসংগ্রহ, সম্পা. স্বামী ভর্গানন্দ, পৃ. ৩
৩। পাতঞ্জল যোগদর্শন, সম্পা. স্বামী ভর্গানন্দ, পৃ.১
৪। ব্যাকরণ মহাভাষ্য, সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য পৃ. ১
৫। কাব্যাদর্শ, সম্পা. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১
৬। লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদি, সম্পা. সদাশিবশাস্ত্রী জোশী, পৃ. ১
৭। কাব্যাদর্শ, সম্পা. অনিলচন্দ্র বসু, পৃ. ৫০
৮। সাহিত্যদর্পণ, সম্পা, বিমলকান্ত মুখোপাধ্যায়, পৃ.৪৮১
৯। তদেব, পৃ. ৪৪২।
১০। ব্যাকরণ *মহাভাষ্য* , সম্পা, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, পৃ.১৪৯।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি:

1) অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ* । সম্পা. নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮ (পুনর্মুদ্রণ), ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ)।
2) দণ্ডী। *কাব্যাদর্শ*। সম্পা. অনিল চন্দ্র বসু। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮ (পুনর্মুদ্রণ), ২০০২ (প্রথম প্রকাশ)।
3) _____। _____। সম্পা. চিন্ময়ী চট্টোপাধায়। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
4) পতঞ্জলি। *মহাভাষ্য* । সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য। কলকাতাঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭।
5) পতঞ্জলি। *যোগদর্শন।* সম্পা. স্বামী ভর্গানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪।
6) বাদরায়ণ। *ব্রহ্মসূত্র*। সম্পা. স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬।
7) বরদরাজ। *লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদি*। সম্পা. বিপদ্‌ভঞ্জন পাল। কলকাতা: সদেশ, ২০১২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ২০০৭ (প্রথম সংস্করণ)।
8) বিশ্বনাথ। *সাহিত্যদর্পণ*। সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩।
9) বিশ্বনাথ। *ভাষা পরিচ্ছেদ।* সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৭০ (প্রথম প্রকাশ)।
10) লৌগাক্ষি ভাস্কর। *অর্থসংগ্রহ*। সম্পা. স্বামী ভর্গানন্দ, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫।